

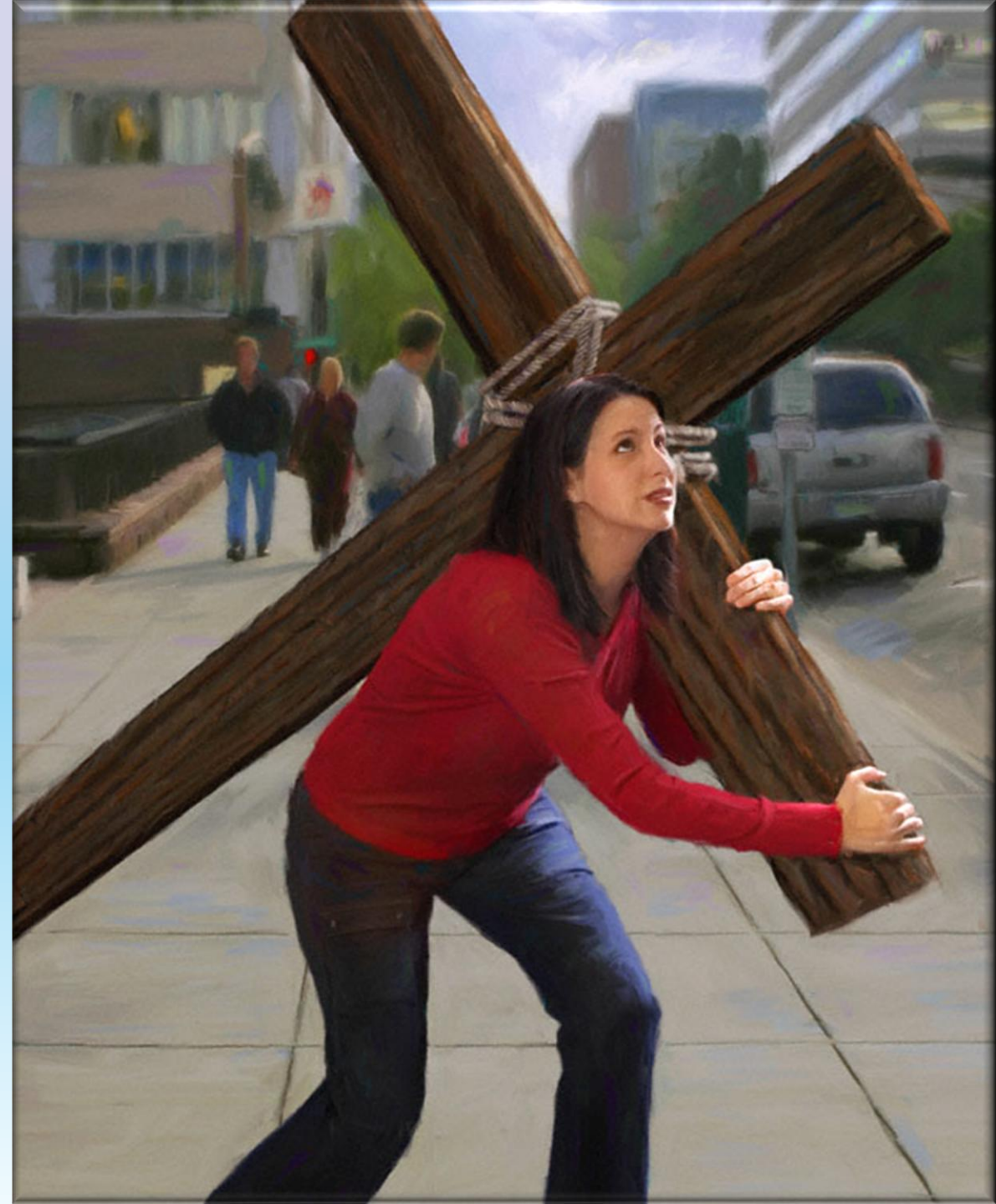


পাঠ ১১
১৩ জুন, ২০২৬

বাধা-বিপত্তি



“কেবল তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেমেও শ্লাঘা
করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেম ধৈর্যকে, ধৈর্য
পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন
করে; আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতু
আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম
আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।”
(রোমীয় ৫:৩-৫)



আমরা পাপ ও কষ্টে [দুঃখে] ভরা এক পৃথিবীতে বাস করি। আমরা সকলেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এমন সব কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, যা আমাদের ঈশ্বরের প্রেম নিয়ে প্রলম্ব তুলতে বাধ্য করে।

এই ধাক্কা বা বাধাগুলোতে আমরা কেমন প্রতিক্রিয়া জানাই?

আমরা অধ্যয়ন করব বাইবেলের কিছু চরিত্র কীভাবে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাড়া দিয়েছিলেন এবং কীভাবে তাদের উদাহরণ আমাদের অনুরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহায্য করতে পারে।

জীবনের ঝড়



রোগসমূহ



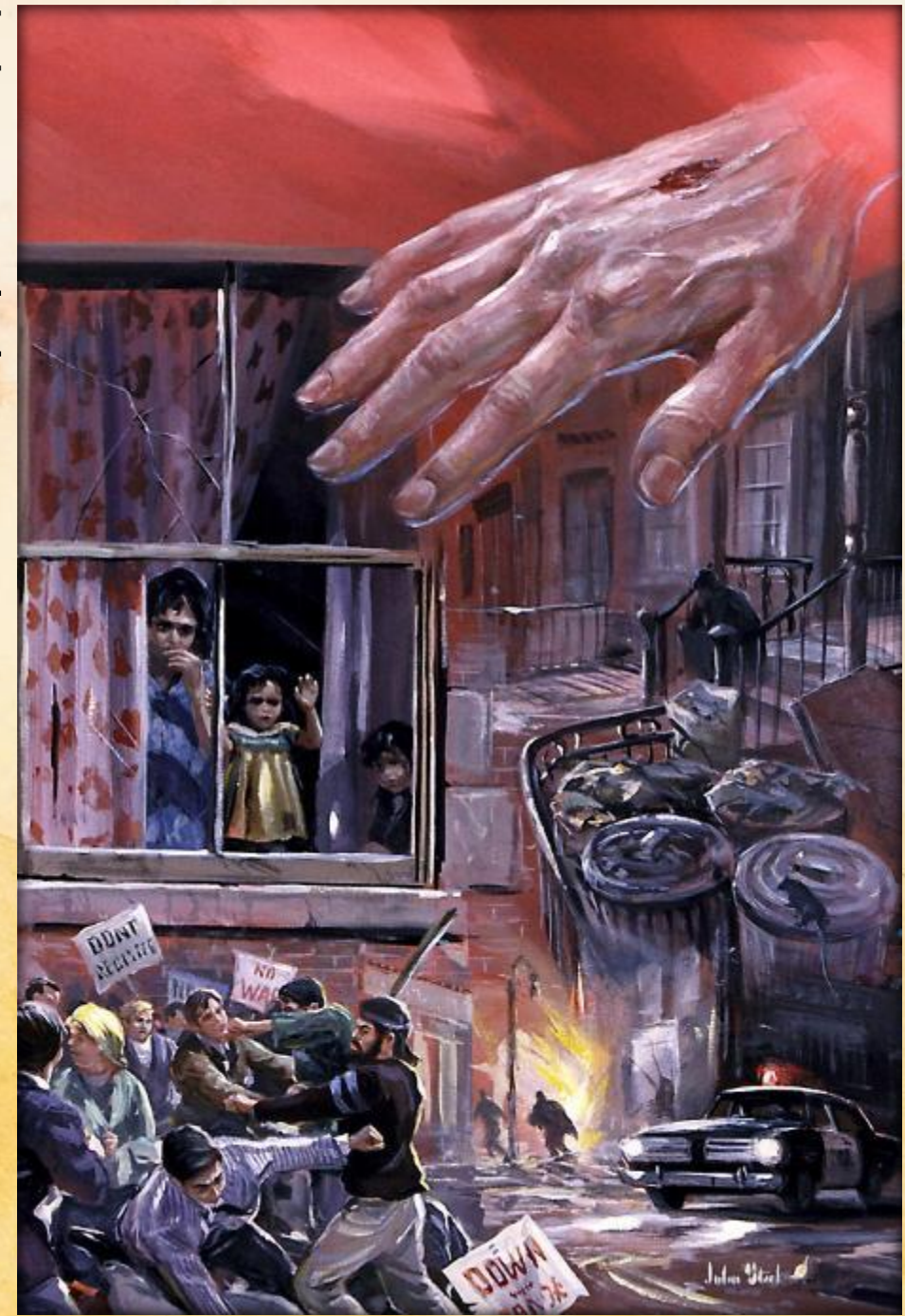
বিপর্যয়সমূহ



হতাশা



যীশুকে দেখা



জীবনের ঝড়-ঝাপটা

“পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমনি আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল।” (মার্ক ৪:৩৭)

দক্ষ জেলে পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহনের জন্য মাঝরাতে, এমনকি ঝড়ের মধ্যেও গালীল সাগর পার হওয়া কোনো নতুন ব্যাপার ছিল না।

তবে ঝড় তাদের গ্রাস করেছে। বাতাস ঢেউ তুলে নৌকাকে প্লাবিত করে এবং তাদের জীবন বিপন্ন করে। তখন তারা বুঝতে পারল... যীশু কোথায়? সে কি ঘুমাচ্ছে? কেন তিনি আমাদের সাহায্য করছেন না? তিনি কি আমাদের সাথে কী ঘটবে তা নিয়ে চিন্তা করেন না? (মার্ক 4:35-38)।

আমাদের জীবনে আমরা ঝড়ের মধ্য দিয়ে যাই। আমরা যীশুর কাছে সাহায্য চাই, কিন্তু মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি না। কিন্তু তিনি সেখানে আছেন।

আমাদের ঝড়কে তিরস্কার করার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করুন: "শান্তি, শান্ত হও" (মার্ক 4:39)। তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন (1 পিটার 5:7)। তিনি আমাদের ঝড় শান্ত করতে পারেন. যখন তিনি করেন তখন তাঁর প্রশংসা করতে ভুলবেন না (মার্ক 4:40-41)।

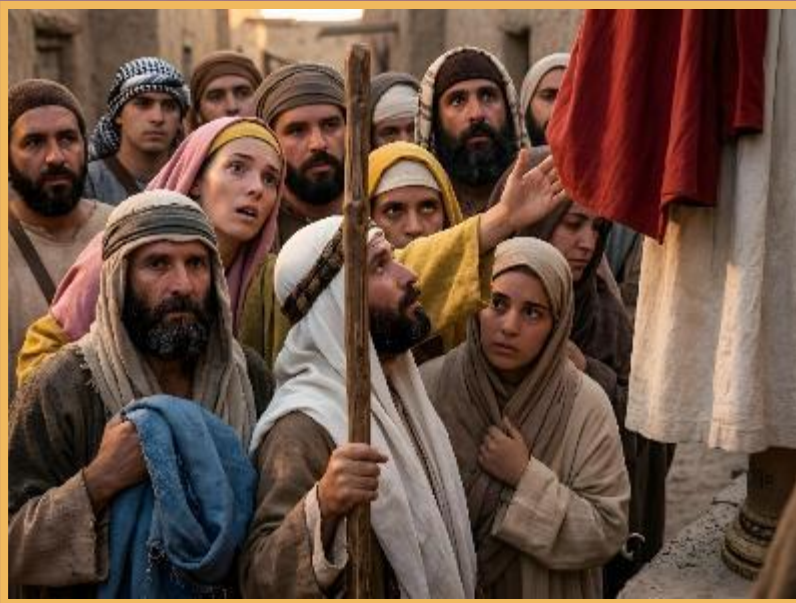


ৰোগবানাই বা অসুস্থতা

“কেননা সে কহিল, আমি যদি কেবল উহাৰ বস্ত্ৰ স্পৰ্শ কৰিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব।”
(মাৰ্ক ৫:২৮)



বাৰো বছৰ ধৰে ৰক্তক্ষৰণে ভুগেও সুস্থ কৰাৰ মতো কোনো ডাক্তাৰ না পাওয়ায় মহিলাটি নিঃশ্ব ও আশাহীন হয়ে পড়েছিলেন (মাৰ্ক ৫:২৫-২৬)। আজও এমন অনেক দেশ আছে যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসাৰ ব্যবস্থা নেই, এবং এই ঘটনাটি এখনও বাস্তব হতে পারে।



যাই হোক না কেন, আমাৰা সকলেই এমন পৰিস্থিতিৰ মুখোমুখি হতে পাৰি যেখানে অসুস্থতা আমাদেৰ বন্দী কৰে এবং শ্বাসৰোধ কৰে, স্বস্তি না পেয়ে।

মহিলাটি যীশুৰ মध्ये সমাধান দেখেছিল এবং তাৰ বিশ্বাস তাকে ৰক্ষা কৰেছিল (মাৰ্ক 5:27-29)।

আমাদেৰ অবশ্যই বিশ্বাস কৰতে হবে যে যীশু আমাদেৰ সুস্থ কৰাৰ জন্য দক্ষ ডাক্তাৰদেৰ ব্যবহাৰ কৰতে পাৰেন, বা আমাদেৰ মধ্যে সৰাসরি অলৌকিক কাজ কৰতে পাৰেন।

যাই হোক না কেন, যীশু আমাদেৰ আমন্ত্ৰণ জানিয়েছেন আমাদেৰ সমস্ত বোঝা এবং উদ্বেগ তাঁৰ উপৰ ছেড়ে দিতে (মথি ১১:২৮-৩০)।



বিপর্যয়সমূহ

“আর আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিবা।” (ইয়োব ১৯:২৬)

যুদ্ধ, সহিংসতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় জবের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করেছে (ইয়োব ১:১৩-১৯)। আমরা সকলেই দুর্যোগের সম্মুখিন হই, তা প্রাকৃতিক হোক বা এই পৃথিবীতে বিরাজমান মন্দতার কারণে হোক।

আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাব? ইয়োব কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন?



তিনি ঈশ্বরকে দোষারোপও করেননি,
তাঁকে প্রত্যাখ্যানও করেননি।

তিনি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে
তাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন

অন্ধকার মুহূর্তগুলিতেও তিনি
বিশ্বাস করেছিলেন

তিনি একটি গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে তার
দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন (ইয়োব ১৯:২৫-২৭)

যদি আমরা হতাশ না হই, তবে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের কঠিনতম পরীক্ষার সময়েও ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সাথে থাকেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন এবং দুর্বলতা থেকে শক্তি, হতাশা থেকে সাহস এবং বিপর্যয় থেকে আশা খুঁজে পেতে আমাদের সামর্থ্য জোগান (যোয়েল ৩:১০; রোমীয় ৫:৩-৫)। আপনি যদি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে এই সত্যটি প্রতিফলিত করুন যে আপনার জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা এবং যত্ন আপনার জীবনের সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে স্থিতিশীল জিনিস।



আশাহত হওয়া

“কিন্তু আমরা আশা করিতেছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করিবেন। আর এ সব ছাড়া আজ তিন দিন চলিতেছে, এই সকল ঘটিয়াছে।” (লুক ২৪:২১ক)

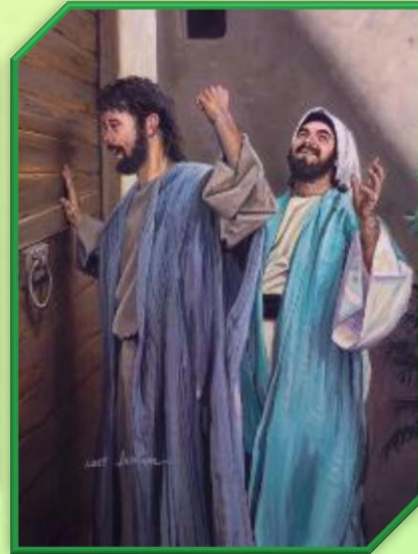
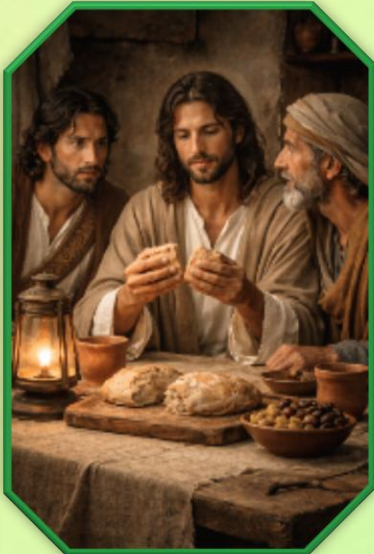
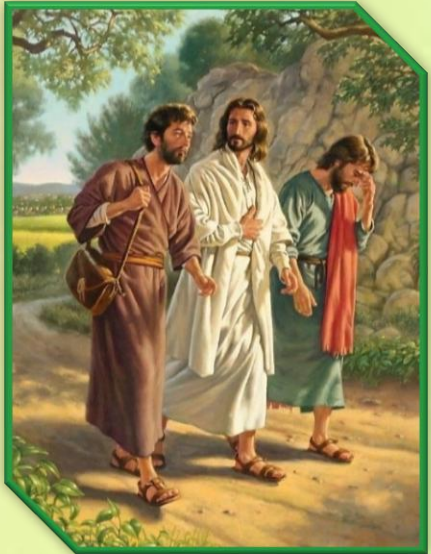


দৃষ্টিভঙ্গি: যিশু হলেন সেই মসিহ যিনি ইসরায়েলকে উদ্ধার করবেন।

বাস্তবতা: তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন (লুক ২৪:১৮-২১)।

তাদের হতাশা এতটাই তীব্র ছিল যে, তা যিশুর পুনরুত্থানের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণও তাদের মনে নিতে দেয়নি (লুক ২৪:২২-২৪)।

যীশু অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে তাদেরকে তাদের আশা ফিরে পেতে সাহায্য করলেন। পরিশেষে, 'তাদের চোখ খুলে গেল' (লুক ২৪:৩১) এবং তারা দৌড়ে গিয়ে সেইসব ব্যক্তিদের উৎসাহিত করল যারা তখনও হতাশ ছিল (লুক ২৪:৩২-৩৫; ২ করিন্থীয় ১:৪)। তাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখতে পারি?



আমাদের মনে সন্দেহকে শিকড় গাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

এমনকি আমাদের হতাশার মধ্যেও যীশু আমাদের পাশাপাশি হাঁটেন

তিনি আমাদের সব দ্বিধা দূর করে দেবেন, যদি আমরা তাঁকে সুযোগ দিই।

আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি আসলে কী, তা আমাদের চেয়ে যীশু অনেক ভালো জানেন।

যীশুকে দেখা

“কারণ আমার মীমাংসা এই, আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়।” (রোমীয় ৮:১৮)

যখন এলেন জি. হোয়াইট চরম হতাশায় নিমজ্জিত ছিলেন, তখন তিনি একটি দিব্যদর্শন লাভ করেন, যেখানে তিনি যীশুকে দেখেছিলেন।

সে বুঝতে পারল যে, সে যা কিছু মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, যীশু তা সবই বুঝতে পারছেন। এক পর্যায়ে, তার মাথায় হাত রেখে যীশু তাকে বললেন, “ভয় পেয়ো না।”

তিনি গৌরবময় দৃশ্যগুলি দেখেছিলেন এবং তার কাছে মনে হয়েছিল যে তিনি স্বর্গের নিরাপত্তা এবং শান্তি অর্জন করেছেন।

এই স্বপ্নটি তাকে আশা ও বিশ্বাস যুগিয়েছিল এবং এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, সে ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখতে পারে।



“আৰ আমৰা জানি, যাহাৰা ঈশ্বৰকে প্ৰেম কৰে, যাহাৰা তাঁহাৰ সঙ্কল্প অনুসাৰে আহূত, তাহাদেৰ পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাৰ্য কৰিতেছে।”

(ৰোমীয় ৮:২৮)

“কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সৰ্ববিষয়ে প্ৰাৰ্থনা ও বিনতি দ্বাৰা ধন্যবাদ সহকাৰে তোমাদেৰ যাচ্ছা সকল ঈশ্বৰকে জ্ঞাত কৰ। তাহাতে সমস্ত চিন্তাৰ অতীত যে ঈশ্বৰেৰ শান্তি, তাহা তোমাদেৰ হৃদয় ও মন খ্ৰীষ্ট যীশুতে রক্ষা কৰিবো।” (ফিলিপীয় ৪:৬-৭)

“হে আমাৰ ভ্ৰাতৃগণ, তোমৰা যখন নানাবিধ পৰীক্ষায় পড়, তখন তাহা সৰ্বতোভাবে আনন্দেৰ বিষয় জ্ঞান কৰিও; জানিও, তোমাদেৰ বিশ্বাসেৰ পৰীক্ষাসিদ্ধতা ধৈৰ্য সাধন কৰে। আৰ সেই ধৈৰ্য সিদ্ধ কাৰ্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমৰা সিদ্ধ ও সম্পূৰ্ণ হও, কোন বিষয়ে তোমাদেৰ অভাব না থাকে।; ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পৰীক্ষা সহ্য কৰে; কাৰণ পৰীক্ষাসিদ্ধ হইলে পৰ সে জীবনমুকুট প্ৰাপ্ত হইবে, তাহা প্ৰভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকাৰ কৰিয়াছেন, যাহাৰা তাঁহাকে প্ৰেম কৰে।” (যাকোব ১:২-৪,

১২)



“আৰ তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমাৰ অনুগ্রহ তোমাৰ পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমাৰ শক্তি দুৰ্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বৰং অতিশয় আনন্দেৰ সহিত নানা দুৰ্বলতায় শ্লাঘা কৰিব, যেন খ্ৰীষ্টেৰ শক্তি আমাৰ উপৰে অবস্থিতি কৰে।” (২ কৰিন্থীয় ১২:৯)

"সকলের অভিজ্ঞতার মধ্যে তীব্র হতাশা এবং সম্পূর্ণ নিরুৎসাহের সময় আসে - যে দিনগুলি দুঃখের অংশ, এবং এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে ঈশ্বর এখনও তাঁর মাটির সন্তানদের জন্য দয়ালু; যে দিনগুলিতে সমস্যাগুলি আত্মাকে কষ্ট দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের চেয়ে পছন্দনীয় বলে মনে হয়। তখনই অনেকে ঈশ্বরের উপর তাদের আঁকড়ে ধরে থাকে এবং আমরা সন্দেহের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি। এই ধরনের সময়ে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির সাথে উপলব্ধি করা উচিত ঈশ্বরের বিধানের অর্থ আমাদের নিজেদের থেকে বাঁচানোর জন্য ফেরেশতাদের দেখতে হবে, চিরস্থায়ী পাহাড়ের চেয়ে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর আমাদের পা রোপণ করার চেষ্টা করছে, এবং নতুন বিশ্বাস, নতুন জীবন, সৃষ্টি হবে।"